সিঁড়ি

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

এই ঘরে কবিতা ছিল, কোনোদিন ছিল ভাঙা রোদ,
কাল ছিল অপরাহ্ন — শুধু এই জাতিস্মর বোধ
ঘিরে আসে পুনর্বার পয়ে পায়ে আহা...আলতো ছাপ
উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, সারিসারি ধাপ—

বাড়িটি দ্বিতল দেখি...নাকি ভ্রম? ক্রমে গাঢ়তর
পুকুরে অতলস্তব্ধ সবুজ উপরিতলে তারও
ঢেউএর রহস্যবৃত্তে প্রসারিত প্রপঞ্চের খেলা
কিভাবে প্রবেশ করে চেতনায়...এ পড়ন্ত বেলা

ঢেকেছে পায়ের পাতা কী পেলব আলতারাঙা রোদ
ঈষৎ তির্যক সুর্যে হৃদয়ের পুরোনো সরোদ
বেজে ওঠে ক্ষণকাল শুধু তার তন্ত্রীহীন রেশ
নেমেছে বিকেল হয়ে মৃদুভার সাঁঝের আবেশ

ফিরে দেখি স্তব্ধতার পায়ে পায়ে আধো আলতো ছাপ
স্মৃতির ভিতরে সিড়ি...সময়ের সারিবদ্ধ ধাপ।

রাষ্ট্র ও আমি

বিজয় সিংহ

রাষ্ট্র আমাকে বাথরুমে, স্বপ্নে, অস্বনে' ব্যবহার করেছে প্রতিদিন
৫২ কলেজ স্ট্রিটে, বেপাড়ায়, বাইপাসে, অন্ধগলিতে
খুনখার শাসিয়েছে, ছুঁড়েছে উড়ন্ত কিস্, দিয়েছে ইশারা
রাষ্ট ম্যাজিকদণ্ডে বলেছে, যৌনে থাক, ধ্যানে, মৌনে, রবীন্দ্র সংগীতে

ঢুকেছে উলূকটি হয়ে স্ত্রীর জিনে, চূড়ামণি নেড়েছে কলকাঠি
কুমারী স্তন হয়ে ভাইয়ের হৃদয়ে সেঁদিয়েছে, পুরোনো বন্ধুর
বিষ হয়ে, পিকে ডি'র নোট হয়ে, ম-প্রণীত কথামৃত হয়ে
ভোরের কাকের ঠোঁটে জানালায় আলটপ্কা রেখেছে সুদূর

রাষ্ট্র, তুমি জিভে ও আলজিভে বসিয়েছ ওঁ বোঙ, মুখে
সত্যেন দত্তীয় মিল, ভিজে সন্নেসিনী হয়ে সুনিপুণ
ভুলিয়েছ, আমারও যে ভাষা ছিল, আমারও যে কথাছিল কিছু
বহুরূপে সম্মুখে আমার তুমি কখনও গব্বর সিং, কখনও লু সুন

লিঙ্গধর হয়ে তুমি আমাকে ব্যবহার কর কড়ারৌদ্রে, মহতী আঁধারে
বিম্বধর হয়ে তুমি দেখাও আমিও কত পাল্টে পাল্টে যাই
পাল্টে পাল্টে যেতে যেতে তোমাকেও আমি রাষ্ট্র কোনো দিব্যরাতে
গুমখুন করে দেব, টুঁটি ছিঁড়ব, পায়ুরন্ধ্রে ঢোকাব আছোলা

প্রতীক্ষায় আছি একটা সঠিক জ্যোৎস্নার, যার তিনটে দিকবন্ধ,
একটা খোলা